যুগান্তর

তারিখ 14 AUG 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

ছাত্রলীগের কাছে জিম্মি শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা

তিন বছরে ৮৪ কার্যদিবস বন্ধ ছিল ক্লাস-পরীক্ষা

আবু বকর রাহাত, *চবি থেকে*

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গত তিন বছরে ৮৪ কার্যদিবস ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ছিল। ছাত্রলীগের বিবদমান গ্রুপগুলোর সংঘাত-সংঘর্ষের কারণে বাধ্য হয়েই ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রাখার মতো 'আত্মঘাতী' এই সিদ্ধান্ত নিতে হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে। এতে সেশনজটের কবলে পড়ে ৬ মাস থেকে এক বছরের জন্য একাডেমিক প্রক্রিয়া পিছিয়ে গেছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, কার্যত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ হাজার শিক্ষার্থীর ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা জিম্মি হয়ে পড়েছে তাদের কাছে। সর্বশেষ ১৮ জুলাই ছাত্রলীগের ২০১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি হলে আন্দোলনে নামে পদবঞ্চিতরা। তারা দু'দিন বিশ্ববিদ্যালয় অবরোধ করে রাখে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের রাজনীতি দুই ধারায় ৯টি গ্রুপে ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

৮৪ কার্যদিবস বন্ধ ছিল ক্লাস-পরীক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিভক্ত। এর মধ্যে চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাবেক সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বিজয় গ্রুপ, যার নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফজলে রাব্বী সুজন। বিজয় গ্রুপ আবার তিন ভাগে বিভক্ত। অন্যদিকে নগর আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দিনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ৬টি গ্রুপ, যার নেতৃত্বে সভাপতি আলমগীর টিপু। গত চার বছরে ছাত্রলীগের সঙ্গে অন্যান্য সংগঠন ও অভ্যন্তরীণ গ্রুপগুলোর সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে কমপক্ষে ৭৫টি। এসব ঘটনায় ২০১৩ সালে ৩২ দিন, ২০১৪ সালে ২৮ দিন, ২০১৫ সালে ২৪ দিন এবং এ বছর ৫ দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। সংঘর্ষ ও হামলার ঘটনায় নিহত হয় ৬ শিক্ষার্থী। আহত হয় অন্তত ২০০ জন।

শাটল ট্রেন অবরোধ, ফটক অবরোধ, প্রতিপক্ষের ওপর হামলা, সাধারণ শিক্ষার্থীদের মারধর, অভ্যন্তরীণ গ্রুপিং, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর হামলা, শিক্ষক বাসে হামলা এবং ছাত্রীদের যৌন হয়রানিসহ এমন কোনো কাজ নেই যা তারা করছে না। গত বছরের ২০ জুলাই আলমগীর টিপুকে সভাপতি ও ফজলে রাব্বী সুজনকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি ঘোষণা করলে আশার আলো দেখতে থাকে শিক্ষার্থীরা। কিন্তু উভয় গ্রুপের বারবার সংঘর্ষে সে আশার প্রদীপ নিভে যায়। ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে দুই গ্রুপের মধ্যে দুই দফায় বড় ধরনের সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। গত ৯ ফেব্রুয়ারি সংঘর্ষের জেরে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কমিটি স্থগিত করে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ।

শাটল ট্রেন ও ফটক অবরোধ : শাটল ট্রেন অবরোধ মানেই চবি অবরোধ— এ কথা সবারই জানা। আর এ কর্মসূচিকে পুঁজি করে বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে নিজেদের স্বার্থ আদায় করে আসছে ছাত্রলীগ। গত ২১ ও ২৩ জুলাই শাটল ট্রেন অবরোধ করে লোকোমাস্টারকে অপহরণ করে ছাত্রলীগের পদবঞ্চিতরা। এর আগে ২০১৪ সালের নভেম্বরে ছাত্রলীগের এক কর্মীকে হামলার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারের দাবিতে অবরোধ ডাকে সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সুমন মামুন ও অমিত কুমার বসুর নেতৃত্বাধীন নেতাকর্মীরা। এর আগেও এ গ্রুপটি ২০১৪ সালের ৭ মে থেকে ১৪ মে এক সপ্তাহ শাটল ট্রেন অবরোধ করে। গত তিন বছরে একশ'বারেরও বেশি শাটল ট্রেন অবরোধ করে ছাত্রলীগের কনকর্ড, সিক্সটি নাইন, বিজয় ও উলকা গ্রুপ। ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের সেশন জটের কবলে পড়তে হচ্ছে। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে ক্লাস-পরীক্ষা না হওয়ায় একাডেমিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

সংঘর্ষ : চবি ছাত্রলীগের বিজয়-সিক্সটি নাইন, একাকার-সিক্সটি নাইন, সিএফসি-ভিএক্স, বিজয়-বাংলার মুখ, কনকর্ড-উলকা, বিজয়-রেড সিগন্যাল— এসব গ্রুপের সংঘর্ষের সঙ্গে পরিচিত চবির সব শিক্ষার্থী। এসব সংঘর্ষে বরাবরই ভোগান্তিতে পড়তে হয় শিক্ষার্থীদের। ২০১৫ সালের ২ নভেম্বর ছাত্রলীগের সভাপতি টিপু গ্রুপ ও সাধারণ সম্পাদক সুজন গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে পুলিশ হামলা চালালে কমপক্ষে ৫০ জন আহত হয়। ২০১৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি কয়েক দফা সংঘর্ষ হয় এ দুটি গ্রুপের মধ্যে। এতে সোহরাওয়ার্দী হলের নিজ কক্ষে কুপিয়ে আহত করা হয় ছাত্রলীগ কর্মী আরাফাতকে। ২০১৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত হয় তাপস সরকার। ২০১৩ সালের ১৪ মে সভাপতি মামুন ও সহ-সভাপতি অমিত কুমার বসুর নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে দুই ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়। একই বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ সভাপতি মামুন গ্রুপের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর টিপুর গ্রুপের সংঘর্ষে ৫ নেতাকর্মী আহত হয়। ২০১৪ সালের ২৮ অক্টোবর শাহজালাল হলে প্রতিপক্ষের হামলায় দু'জন গুলিবিদ্ধ হয়। ২০১২ সালের ১২ মার্চ ছাত্রলীগের অন্যায় আচরণের কারণে পদত্যাগ করেন প্রক্টর ড. আখতার হোসেন।

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে চবি ছাত্রলীগকে এসব ছাড়তে হবে উল্লেখ করে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ বলেন, চবি ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সংগঠনের নিয়ম মেনেই চলতে হবে। কেউ সংগঠন বিরুদ্ধ কোনো কাজ করলে তার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আলমগীর টিপু ও সাধারণ সম্পাদক ফজলে রাব্বী সুজন বলেন, চবি ছাত্রলীগ এখন আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে ঐক্যবদ্ধ। ছাত্রলীগকে মারামারি নয় পড়াশোনায় মনোযোগী হতে বললেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. শিরিন আক্তার চৌধুরী। তিনি বলেন, প্রগতিশীল একটি সংগঠন হিসেবে ছাত্রলীগের উচিত জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে প্রগতিশীলতার চর্চা করা। কিন্তু সেক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় যেসব অপকর্মের সংবাদ কানে আসে তা অনাকাঙ্ক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে তাদের সহযোগিতা প্রয়োজন।